91/100 1st

UKHRA K. B. INSTITUTION
1st / 2nd / 3rd Summative / Test Exam.
Subject: B.L.S (ESSAY WRITING)
Name: Rudramil Mukherjee
Class: XI Sec. Science Roll No. 16

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পদার্থের মধ্যে বিজ্ঞান :

সূচনা : আদিমকাল থেকেই শুরু হয় বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যখন গুহাবাসী মানুষের হাত ধরে আবিষ্কৃত হয় আগুন। তারপর থেকেই নানা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আসে। বিজ্ঞানের কল্যাণী হাতের ছোঁয়া ব্যাপকভাবে পড়ে যখন উনিশ শতকে ইউরোপীয় মহাদেশে প্রথম ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে। বিজ্ঞান মানব জাতিকে শিখিয়েছে অজানাকে জানতে, অচেনা দুর্বোধ্য রহস্যের চাবিকাঠি পরিণত হয়েছে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান যেমন প্রকৃতি দেখের, প্রকৃতি বিপুল মানবজাতির দুষ্কর কাজ, সহজ করেছে তেমনি মানুষ ক্ষুদ্রস্বার্থেও দৈনন্দিন জীবনে তাকে ব্যবহার করে চলেছে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব :

পুরোনো যুগে মানুষের ঘুম ভাঙত পাখির ডাকে, মোরগের ডাকে কিন্তু বর্তমানে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে অ্যালার্ম ঘড়ি। ও বাড়ির কর্তা সকালে

উঠে খবরের কাগজ হাতে তোলেন, কিন্তু তার পরিবারের খাদ্য তৈরি করেন মাইক্রোওয়েভ, গ্যাস, প্রেশার কুকার ইত্যাদির মাধ্যমে। তার কন্যা, তার ছেলে-মেয়েরা বাস, গাড়ি, বাইক ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মস্থলে, শিক্ষাক্ষেত্রে পৌঁছায়। তারপর সকল কাজ সেরে বাড়ি ফিরে তারা মোবাইল, আরামদায়ক বিছানা ইত্যাদিতে ল্যাপটপ, মোবাইল, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ক্লান্তি দূর করে। এগুলো কী নয় বিজ্ঞানের অকৃত্রিম দান।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান :

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিপ্লব ঘটে গুটেনবার্গের হাত ধরে, তার ছাপাখানা আবিষ্কার ছিল অভাবনীয়, তার ফলে কত তরুণ-বৃদ্ধ পড়ুয়া জানতে পেরেছে অজানা তথ্য, শিখেছে নানা কৌশল। বর্তমানে তার আরও পরিবর্তন এসেছে মোবাইল, ল্যাপটপে এক ক্লিকেই ডাউনলোড হয়ে যায় ই-বুক যা হলো তথ্য সমৃদ্ধ। বর্তমানে অনলাইন ক্লাসের চলও বেড়েছে, বাড়িতে বসেই বিভিন্ন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কোনো

শিক্ষক - শিক্ষিকাদের কাছ থেকে শিক্ষার আনুকূল্য পাওয়া যায়। পুরোনো সময়ে মানুষ কলাপাতার ও বা দেওয়ালের ওপর বাঁকা - বাঁকা কলমের মাধ্যমে লিখত কিন্তু তারও উপায় বের করেন গুটেনবার্গ, তার হাত ধরেই যে প্রথম লাইনোটাইপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, এরও আরও পরিবর্তন আসে, যার ফলে এখন চক - ব্ল্যাকবোর্ডের পরিবর্তে হোয়াইট বোর্ড - মার্কার সঙ্গে বিজ্ঞানের দান স্মার্ট বোর্ড ও লাইটপেন। প্রথম পাতাও আবিষ্কৃত হয় ~~পর~~ পেপিরাস গাছের ছাল থেকে এখন কাগজের ব্যবহার করছে ট্যাবলেট ইত্যাদি, প্রকৃতপক্ষেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম,

যোগাযোগব্যবস্থা ও পরিবহনে বিজ্ঞান :

বিজ্ঞানের স্পর্শ ~~যোগ~~ পরিবহনেও এসেছে। আগে মানুষ কোনো উন্নত পরিবহন না থাকায় দূরে বা দূর দেশে পাড়ি দিতে পারত না কিন্তু বর্তমানে বাস, ট্রেন, ট্রাম, ইত্যাদি স্থলপথে, স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদি জলপথে এবং প্লেন, হেলিকপ্টার ইত্যাদি আকাশপথে

পাড়ি দিতে পারছে নানা স্থানে। প্রজন্মের পুরোনো বন্ধু-বান্ধবীর সাথে, নানা আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ সুবিধাজনক করেছে টেলিফোন ও নানা প্রকার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, তাতে মানুষের মধ্যে বেড়েছে একাকিত্বের প্রবল অনুভূতি। "বিজ্ঞান দূরকে করেছে নিকট, পরকে করেছে ভাই"। প্রজন্মও নানা অফিস-যাওয়া মানুষ বাড়িতে বসেই ল্যাপটপের-কম্পিউটারের মাধ্যমে টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে নানা কাজ ~~ও মিটিং~~ সহ মিটিং যোগদান, ফাইল জমা করতে পারছে। ~~নানা~~ আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে ফেলছে মোবাইল তথা খবরের কাগজে।

<u>চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান</u> : পুরোনো যুগে নানা মানুষ নানা দুরারোগ্য, মারক ব্যাধিতে মারা যেত কিন্তু বিজ্ঞানের ~~অবদান দানে~~ অবিষ্কারদেরই তৈরি হয়েছে নানা টিকা, নানা ওষুধ। ক্যান্সারের প্রতিষেধক নানা ফেরাপি প্রয়োগ বর্তমানে। ~~এই আলেকজান্ডার ফ্লেমিং~~ প্রথম পিনিসিলিন গাছের ছত্রাক থেকে ~~পেনিসিলিন~~ ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ~~টিকা~~ ওষুধ তৈরি হয়।

প্রথম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তৈরি করেন জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করা ডক্টর এডওয়ার্ড জেনার স্মলপক্স ভ্যাকসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন ইত্যাদি ওষুধ আবিষ্কার করেন।

কৃষিক্ষেত্রে: অনেক চাষিদের ফসল ফলাতে, তাকে সুরক্ষিত রাখতে নানা প্রকার বাধা অতিক্রম করতে হত কিন্তু সবুজ বিপ্লব ঘটার পর থেকে নানা প্রকার যন্ত্রপাতি আবিষ্কার যা কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করে, তাছাড়া নানা সার DAP, কীটনাশক, DDT, BHC, অলড্রিন যা ফসলে পোকামাকড় আসতে বাধা দেয়, এছাড়া নানা উচ্চ ফলনশীল বীজ ফসলের ফলনকে ত্বরান্বিত করে।

বিনোদনে বিজ্ঞান: মানুষ তার ক্লান্তি দূর করতে বিজ্ঞান দান করেছে মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টিভি, রেডিয়ো ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের মনকে তৃপ্ত করে। নানা চলচ্চিত্র, গান মনকে উৎফুল্ল করে।

আলোর দান বিজ্ঞান: আলো বিদ্যুৎ না থাকলে মানুষকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হত কিন্তু বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে তাদের নানা প্রকার সুবিধা হয়েছে।

স্মার্টফোন আবিষ্কার: বিজ্ঞানের অন্যতম দান ~~আবিষ্কৃত~~ একাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় স্মার্টফোন, যার ফলে মানুষ নানা দ্রব্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে খুব সহজেই নিয়ে যেতে পারে।

A.I. (Artificial Intellegence):

বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার A.I. যার ফলে মানুষ সাংখ্যিক সমস্যা ও প্রশ্নসাপেক্ষ তথ্য, হাবি নানা সমাধান খুব সহজেই করতে পারে।

কুফল:

কিশোর: কিশোরদের ল্যাপটপ, মোবাইল যেমন আছে তেমন নানা ধরনের ও অন্যান্য জিনিস ছাত্রদের আসক্ত হয়ে পড়ে, যাতে কিশোর ক্ষতি হয়।

চিকিৎসাক্ষেত্রে : চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বরপ্রাপ্ত ওষুধগুলোর সঠিক ডোজ হলো কিছু বা ঘাটতি থেকে, যাতে, এছাড়া নতুন ও দেখুন, CT SCAN, MRI, USG, XRAY এগুলি ~~নতুন~~ রোগীর কুপ্রভাব বিস্তার করে। ~~নতুন~~ রোগনির্ণয়গুলি ছোট কিন্তু, ~~বড়~~ বৃদ্ধদের তীব্রভাবে আঘাত হানে।

কৃষিক্ষেত্রে : কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানা কীটনাশক আছে, কীটনাশক ~~ক্ষতি~~ নানা রাসায়নিক, যা মূলে যায়, যা দেহে জৈব বিষক্রিয়া, দেহে অর্সেনিক, ফসফরাস, ক্লোরিন ইত্যাদি সঞ্চিত হতে থাকে যাতে দেহ ধীরে ধীরে আয়ু শেষ হয়।

A.I ও Robot : বর্তমানে A.I ও Robot-এর ফলে মানুষের কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে, ফলে মানুষ কুকর্মে লিপ্ত হচ্ছে।

উপসংহার : "বিজ্ঞান দিয়েছে রোগ, কেড়ে নিয়েছে আরোগ্য।"

বিজ্ঞান দোষী নয়, দোষী মানুষ। মানুষের অপরিণামদর্শিতা, বিবেকহীনতা মানবজাতিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করছে। যে নাগপাশবিহীন কোনো উন্নত নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সেই বাঁধই হিরোশিমা, নাগাসাকিকে ধ্বংস করে মানুষ নিজেই বিজ্ঞান। তাই মানুষকে নিজেরই অন্য মঙ্গলময় দিকগুলিকে তুলে ধরতে হবে, তাই মানব সেবায় প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। "বিজ্ঞানে ও শিল্পে সামঞ্জস্য করে যাব আমি, মানবতার কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"